বিপিএসসি বুলেটিন

মেধা | নিরপেক্ষতা | সততা | দক্ষতা

www.bpsc.gov.bd   ডিসেম্বর-২০২৫ থেকে এপ্রিল-২০২৬   অগ্রহায়ণ-১৪৩২ থেকে বৈশাখ-১৪৩৩   প্রকাশকাল: ২৫ জুন, ২০২৬

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- পিএসসি ডে ২০২৬ উদ্‌যাপন: মেধানির্ভর ও আধুনিক সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলার অঙ্গীকার
- 'ফ্রম গ্রিডলক টু গভর্ন্যান্স রিনিউয়াল': কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন
- ৫০ তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ: একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপ
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সকল ধাপে অটোমেশন
- কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড ইন্টারভিউ (CBI) শীর্ষক কর্মশালা
- ৫০তম বিসিএস এর প্রশ্নপত্র কমিশন ভবনে স্থাপিত ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রণ
- সার্কুলার পদ্ধতিতে ৪৭তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- নন-ক্যাডার নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

পিএসসি ডে ২০২৬ উদ্‌যাপন: মেধানির্ভর ও আধুনিক সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলার অঙ্গীকার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে এর প্রতিষ্ঠার ৫৪তম বছর পূর্ণ করল। ১৯৭২ সালের এই দিনে রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ (বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ, ১৯৭২) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের যাত্রা শুরু হয়। এ বছর এক ঐতিহাসিক ও সংস্কারমুখী প্রেক্ষাপটে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বা 'পিএসসি দিবস' পালিত হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী রাষ্ট্র পুনর্গঠন এবং ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর গঠিত নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে এই উদ্‌যাপনটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, বরং এটি ছিল মেধানির্ভর ও আধুনিক সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলার এক নতুন অঙ্গীকার।

পিএসসি ডে ২০২৬ উপলক্ষ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ

কমিশন চত্বরে স্থাপিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী' স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচির শুভ সূচনা হয়। এরপর কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কমিশনের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ এহছানুল হক উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কমিশনের সাম্প্রতিক সংস্কার কার্যক্রম ও অর্জনগুলো নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া এই সংস্কার যাত্রায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রমাণ করেছে যে, সদিচ্ছা ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি দুর্নীতিমুক্ত এবং মেধানির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, যা নতুন বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের হারানো স্বপ্ন ও আস্থাকে পুনরায় জাগিয়ে তুলবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ এহছানুল হক বর্তমান কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জনের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, প্রশাসন ক্যাডারের পাশাপাশি মেধাবী প্রার্থীদের টেকনিক্যাল ও প্রফেশনাল ক্যাডারে আগ্রহী করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

কমিশন চত্বরে স্থাপিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী' স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ কমিশনকে দেশের প্রশাসনিক মেধা ও নেতৃত্ব যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সরকারি দলের ২০২৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে ‘রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার’ অধ্যায়ে একটি শক্তিশালী কর্ম কমিশন গঠনের অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি আরও জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবিত তিনটি কমিশনের পরিবর্তে বর্তমান সরকার একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত হাজারো মেধাবী তরুণ-তরুণী এই কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে দেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি বলেন, একটি বিসিএস পরীক্ষায় প্রায় ৪ থেকে ৫ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষা। এ প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ ও সুষ্ঠু করতে তিনি এক বছরের মধ্যে একটি বিসিএস সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম বলেন, একটি দীর্ঘস্থায়ী জট ও অনাস্থার পরিবেশে কমিশন দায়িত্ব নিয়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা এবং আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে ‘এক বছরে এক বিসিএস’ সম্পন্ন করার লক্ষ্য অর্জনে তিনি কমিশনের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাইয়ের সময় কমিয়ে আনা এবং পরীক্ষার ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করছে।

কমিশন চত্বরে বেলুন ওড়ানোর দৃশ্য

পিএসসি ডে ২০২৬ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে
মঞ্চে উপবিষ্ট কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব

‘ফ্রম গ্রিডলক টু গভর্ন্যান্স রিনিউয়াল’: কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন

আস্থার সংকট কাটিয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন দীর্ঘদিনের পদ্ধতিগত স্থবিরতা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন করে এক মাইলফলক অর্জন করতে যাচ্ছে। ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে UNDP ও কর্ম কমিশন কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত “From Gridlock to Governance Renewal” শীর্ষক অনুষ্ঠানে বর্তমান কমিশনের প্রথম বছরে গৃহীত বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রক্রিয়ার উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের উত্তরণে গত এক বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নানা সংস্কার পদক্ষেপ এবং গৃহীতব্য সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত নানা কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল বারী, *এমপি* উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান, ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর ডেপুটি আবাসিক প্রতিনিধি সোনালী দায়রত্নে।

কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্য অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস সংস্কার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনটিতে অক্টোবর ২০২৪ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের সংস্কার কার্যক্রমের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ রয়েছে। সুইজারল্যান্ড দূতাবাস এবং ইউএনডিপির সহায়তায় পরিচালিত Strengthening Institutions, Policies and Services (SIPS) প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় কমিশনের এই সংস্কার কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সংস্কারের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মত কমিশন এর চারটি কোর ভ্যালু (মেধা, নিরপেক্ষতা, সততা ও দক্ষতা) নির্ধারণ করে। এই চারটি ভ্যালুর উপর ভিত্তি করে কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২৫-২০২৯) প্রণয়ন করেছে। বিসিএস এর কার্যক্রম এক বছরে শেষ করার জন্য "One Year, One BCS" ক্যালেন্ডার চালু করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে। সার্কুলার পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে লিখিত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের সময় প্রায় এক বছর থেকে কমে তিন মাসে নেমে এসেছে।অন্যদিকে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। সর্বোপরি, কমিশন ভবনে স্থাপিত Digital Printing Press (DPP) এ প্রশ্ন ছাপানোর মাধ্যমে প্রশ্নের গুণগত মান বৃদ্ধি ও গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ, সার্কুলার পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড মৌখিক পরীক্ষা চালুর মাধ্যমে আরও নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষভাবে প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা প্রতিবেদনে উঠে আসে। এছাড়া অনলাইন আবেদন এবং স্বয়ংক্রিয় ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নির্ভুল করা সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম তাঁর বক্তব্যে বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের সময় কমিশন দীর্ঘসূত্রতা, একাধিক বিসিএস পরীক্ষার জট, ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মতো নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ছিল। এসব সমস্যা মোকাবিলায় গত এক বছরে একটি সমন্বিত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটি রোডম্যাপ তুলে ধরেন, যেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ বলেন, মেধাভিত্তিক নিয়োগ কেবল একটি নীতি নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সেবার ভিত্তি। তিনি আরও বলেন, ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রশাসনই একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল বারী, *এমপি* বলেন, সরকারি চাকরিতে সুপারিশভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ আর রাখা হবে না। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান তরুণদের 'বিসিএস নির্ভরতা' থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। দীর্ঘ সময় এক পরীক্ষার পেছনে ব্যয় না করে বিকল্প পেশার দিকেও মনোযোগ দেওয়ার জন্য তিনি তরুণদের অনুপ্রাণিত করেন।

ইউএনডিপি, বাংলাদেশ এর ডেপুটি আবাসিক প্রতিনিধি সোনালী দায়রত্নে বলেন, সরকারি চাকরিতে নিয়োগের মূলভিত্তি হওয়া উচিত সততা। শুধু মেধা দিয়ে জাতীয় সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়।

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ বলেন, দেশের মেধাবীদের প্রথম পছন্দ বিসিএস। তবে কেবল 'গ্র্যাজুয়েট' তৈরি করলেই হবে না, নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু করতে হবে। তিনি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার তাগিদ দেন, যেখানে কেবল বিসিএস প্রার্থী নয়, বরং দার্শনিক বা চিন্তাবিদ হওয়ার সুযোগও থাকবে।

অনুষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় সরকার, একাডেমিয়া ও উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচনায় নিয়োগ ব্যবস্থার ধারাবাহিক সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক সিভিল সার্ভিস গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচকরা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

ফ্রম গ্রিডলক টু গভর্ন্যান্স রিনিউয়াল: হাইলাইটস

- **বিসিএস পরীক্ষার ক্যালেন্ডার প্রবর্তন:** প্রতিবছর একটি করে বিসিএস পরীক্ষা সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি থেকে চূড়ান্ত সুপারিশ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া ১২ মাসের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
- **মেধাভিত্তিক নিয়োগ:** স্বছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে মেধাকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
- **প্রশ্নফাঁস রোধে আধুনিক প্রযুক্তি:** পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ও প্রশ্নফাঁস রোধের লক্ষ্যে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হচ্ছে।
- **মৌখিক পরীক্ষার স্বচ্ছতা:** মৌখিক পরীক্ষার স্বচ্ছতা, নৈর্ব্যক্তিকতা এবং উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বোর্ড বন্টন এবং মৌখিক পরীক্ষায় মেমোরি টেস্ট থেকে সরে এসে কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল বারী, *এমপি*

কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম

৫০ তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ: একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপ

৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে শুরু হওয়া ৫০ তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রথাগতভাবে ঢাকা থেকে মুদ্রণের পর সিলগালাকৃত ট্রাঙ্কে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে পাঠানোর পরিবর্তে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করা হয়েছে। এটি কমিশনের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্ভাবনী পদক্ষেপ। এর ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুফল পাওয়া যাচ্ছে যা নিম্নরূপ:

❖ **প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা**

বিগত বিসিএস পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরগুলোতে পাঠানো এবং জেলা ট্রেজারিতে সংরক্ষণের সময় প্রশ্নফাঁসের একটি বড় ঝুঁকি থাকত। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র অনলাইনে এনক্রিপ্টেড (encrypted) অবস্থায় পরীক্ষা কেন্দ্রে অবস্থানরত বিজ্ঞ সদস্যদের কাছে ই-মেইলে পাঠানো হয়। পরীক্ষার ঠিক আগ মুহূর্তে বিজ্ঞ সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দেওয়া হয় যার মাধ্যমে সেটি আনলক করা হয়। ফলে পরিবহনের সময় বা দীর্ঘ সময় ট্রেজারিতে রাখার কারণে সম্ভাব্য প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকি বর্তমানে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

❖ **পরিবহন ও নিরাপত্তা ব্যয় সংকোচন**

পূর্বে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য ও ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বিশেষ পরিবহনের মাধ্যমে কড়া নিরাপত্তায় প্রশ্নপত্র দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে পরিবহন করতে হতো যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। বর্তমানে প্রশ্ন সরাসরি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ছাপানোর ফলে একদিকে যেমন পরিবহনের এই বিপুল ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে অন্যদিকে কোনো জনবলের প্রয়োজন পড়ছে না।

❖ **লজিস্টিক জটিলতা নিরসন**

আগে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ট্রাঙ্ক, খাম এবং সিলগালার জটিলতা ছিল। অনেক সময় দূরবর্তী কেন্দ্রে প্রশ্ন পৌঁছাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যানজটের কারণে দেরি হওয়ার ঝুঁকি থাকত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে প্রশ্ন পৌঁছে যাওয়ায় ভৌগোলিক কোনো প্রতিবন্ধকতা এখন আর নেই। এটি পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাকে অনেক বেশি গতিশীল করেছে।

❖ **গোপনীয়তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ**

প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে ছাপানোর প্রক্রিয়াটি সাধারণত হাই-স্পিড প্রিন্টার বা ডুপ্লিকেটর মেশিনের মাধ্যমে একটি সিসিটিভি নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সম্পন্ন হয়। এর ফলে প্রশ্নপত্র কতটি ছাপা হলো এবং কারা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন, তার একটি ডিজিটাল লগ বা রেকর্ড থাকে। এতে করে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

❖ **সময় অপচয় রোধ**

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ছাপানো,বিতরণ ও পরিবহনের জন্য কয়েক মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হতো। বর্তমানে আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশ্ন ছাপানোর ফলে কমিশনের সময় সাশ্রয় হচ্ছে, যা কমিশনের এক বছরে একটি বিসিএস সম্পন্ন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশ্ন ছাপানোর এই পদ্ধতি কমিশনের কার্যক্রমে একটি 'টেক-লেড' (Tech-led) স্বচ্ছতা নিয়ে এসেছে, যা তরুণ চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে কমিশনের প্রতি আস্থার জায়গাটি আরও সুদৃঢ় করেছে।

বিভাগীয় শহরে বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণের প্রথাগত পদ্ধতি বনাম ৫০ তম বিসিএস এ অনুসৃত পদ্ধতির তুলনামূলক চিত্র

বিষয়	প্রথাগত পদ্ধতি (বিগত বিসিএস)	কেন্দ্রে সরাসরি মুদ্রণ (৫০ তম বিসিএস)
প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা	পরিবহন ও স্টোরেজে ঝুঁকি থাকে।	প্রশ্নপত্রের এনক্রিপ্টেড ফাইল; কোনো ঝুঁকি নেই।
প্রশ্ন পরিবহন ব্যয়	৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরসমূহে প্রেরণে পরিবহন ব্যয় ছিল প্রায় ১৬,৫০,৭৫০ টাকা	৫০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরসমূহে প্রেরণে পরিবহন ব্যয় শূন্য।
প্রশ্ন পরিবহনে জনবল	বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী প্রয়োজন।	৫০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন পরিবহনের জন্য জনবল প্রয়োজন হয়নি।
প্রশ্ন পরিবহনে ব্যয়িত সময়	পরীক্ষার ২/৩ দিন পূর্বে ঢাকা থেকে বিভাগীয় শহরে প্রশ্নপত্র পৌছানো হতো।	পরীক্ষা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে কেন্দ্রে প্রশ্ন ছাপানো হয়।

● **বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল পরীক্ষার প্রতিটি ধাপে অটোমেশন**

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসসহ (বিসিএস) সকল পরীক্ষা অটোমেশনের (স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা) আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিশন নিয়োগ পরীক্ষার সকল স্তরে সফ্টওয়্যারের ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশনের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কমিশনের সাথে বুয়েটের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে কমিশনের নিজস্ব সফ্টওয়্যার তৈরী করা হবে এবং বিপিএসসিতে আবেদন প্রক্রিয়া নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। সফ্টওয়্যারটি একটি পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ব্যবহৃত হবে। ধাপসমূহ হচ্ছে-পত্রিকায় ও ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ-প্রচারের পর আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদনপত্র বাছাই, আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, পরীক্ষার ফি আদায়, প্রবেশপত্র প্রদান, প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার হল ও আসন ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নকারক-মডারেটর ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও OMR শিট কেন্দ্রে এবং হলে বিতরণ ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড বণ্টন ও নম্বর প্রদান ব্যবস্থাপনা এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পুরো কাজটি সফ্টওয়্যার সলিউশন এর মাধ্যমে করা হবে। এতে করে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং পরীক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল ও ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া, চাকরি প্রার্থীদেরও অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে।

২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাথে বুয়েটের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড ইন্টারভিউ (CBI) শীর্ষক কর্মশালা

বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষার প্রচলিত মেমোরি টেস্ট থেকে সরে এসে কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড ইন্টারভিউ প্রচলনের লক্ষ্যে United Nations Development Programme (UNDP) এর কারিগরি সহায়তায় অক্টোবর ২০২৫ থেকে মে ২০২৬ পর্যন্ত এ যাবৎ মোট ৪টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব অংশগ্রহণ করেন। কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রার্থী নিবার্চনের লক্ষ্যে উক্ত কর্মশালাগুলোতে চিহ্নিত কতিপয় প্রাসঙ্গিক কম্পিটেন্সির নিরিখে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করছে। মৌখিক পরীক্ষার এ ধরনের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন আন্তঃবোর্ড বৈষম্য লাঘব করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড ইন্টারভিউ বিষয়ের উপর গাজীপুরে আয়োজিত কর্মশালায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ও UNDP এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড ইন্টারভিউ বিষয়ের উপর আয়োজিত কর্মশালাসমূহ

কর্মশালা	স্থান	তারিখ
Competency Based Interview (CBI) Development and Strategic Action Framework For BPSC	Nazimgarh Wilderness Resort, Lalakhal, Sylhet	৩০ অক্টোবর-০১ নভেম্বর, ২০২৫
Invitation For the Workshop on Competency Framework and Strategic Planning	Dera Resort, Cox's Bazar	১৯-২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫
Competency Based Interviewing (CBI) Method for Bangladesh Public Service Commission (BPSC)	Dream Square Resort, Gazipur	০৩-০৫ এপ্রিল, ২০২৬
Institutionalizing Competency Based Interviewing (CBI) for the Civil Service Recruitment of Bangladesh	Royena Resort, Gazipur	০৮-১০ মে ২০২৬

কম্পিটেন্সি বেইজ্‌ড ইন্টারভিউ বিষয়ের উপর কক্সবাজারে আয়োজিত কর্মশালায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

৫০তম বিসিএস এর প্রশ্নপত্র কমিশন ভবনে স্থাপিত ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন নিজস্ব ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করে কমিশনের ইতিহাসে একটি মাইলফলক অর্জন করেছে। ৪৭তম, ৪৮তম (বিশেষ) ও ৪৯তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষার ধারাবাহিকতায় ৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও কমিশন ভবনের ভেতরে স্থাপিত এই আধুনিক ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও মুদ্রণের পুরো প্রক্রিয়া কমিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি। প্রশ্নপত্র মুদ্রণে বিপুল অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। একই সাথে বাইরের ছাপাখানার উপর কমিশনের নির্ভরশীলতাও অনেক কমেছে।

কমিশন ভবনে স্থাপিত ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস

৪৬তম বিসিএস ও ৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রশ্ন মুদ্রণ ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ

বিসিএস	আবেদনকারীর সংখ্যা	প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রশ্ন মুদ্রণে ব্যয় (প্রায়)
৪৬তম (কমিশনের বাইরে প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়েছে)	৩৩৭৯৮৬ জন	৬৫৭৪৮৭৬ টাকা
৫০তম (ডিপিপিতে প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়েছে)	২৯০৯৫১ জন	২৯২৯৫৪১ টাকা

সার্কুলার পদ্ধতিতে ৪৭তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন

৪৬তম বিসিএস এর ন্যায় ৪৭তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় সার্কুলার পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৪৭তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার ৬৫৩২৬টি উত্তরপত্র সার্কুলার পদ্ধতিতে মূল্যায়ন শুরু হয় ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ এবং শেষ হয় ৩১ মার্চ ২০২৬। অর্থাৎ উত্তরপত্র মূল্যায়নে সময় লেগেছে মাত্র ২ মাস ১৩ দিন । উল্লেখ্য, ৪৫তম বিসিএস এর ৭০৭৮১টি উত্তরপত্র সনাতন পদ্ধতিতে মূল্যায়নে সময় লেগেছিল ১বছর ৩ মাস ১৩ দিন। সার্কুলার পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ফলে ৪৭তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে ৪৫তম বিসিএস এর চাইতে ০১ বছর ০১ মাস সময় কম লেগেছে। উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে মাত্র ০৭ দিনের মধ্যে ৪৭ তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় যা পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

সার্কুলার পদ্ধতিতে বিসিএস পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম বক্তব্য প্রদান করছেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নানামুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

- ✓ কমিশন সচিবালয়ে সদ্য যোগদানকৃত ১৮ জন সহকারী পরিচালককে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশনে 'Office Management' বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সহকারী পরিচালকদের জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন কমিশনের ইতিহাসে এটাই প্রথম।
- ✓ কমিশন সচিবালয়ের ৪ জন কর্মকর্তাকে জাতীয় সংসদের ট্রেনিং সেন্টারে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ০২ দিনব্যাপী 'কাউন্সিল অফিসার ও সহকারী কাউন্সিল অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ কমিশন সচিবালয়ের ৫৬ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ৩৫ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ মোট ৯১ জন কর্মকর্তাকে ৭-১৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ০৫ দিনব্যাপী 'অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ ২৮.০৪.২০২৬ তারিখে ০৬ জন কর্মকর্তাকে 'আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০২৬' এর ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের ধরন অনুযায়ী Training Need Assessment কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

নন-ক্যাডার নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

সরাসরি নন-ক্যাডার পদে গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা

- ➢ ডিসেম্বর-২০২৫ থেকে এপ্রিল-২০২৬ পর্যন্ত ২৬টি বিজ্ঞপ্তি জারি, ৪টি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১১টি লিখিত পরীক্ষা এবং ১২টি মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গৃহীত পরীক্ষা ও বিজ্ঞপ্তি জারির পরিসংখ্যান

বিষয়	বিজ্ঞপ্তি জারি	প্রিলিমিনারি পরীক্ষা	লিখিত পরীক্ষা	মৌখিক পরীক্ষা
সংখ্যা	২৬	৪	১১	১২

নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ

- ➢ ডিসেম্বর-২০২৫ থেকে এপ্রিল-২০২৬ পর্যন্ত নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ১২২৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ৫৪% মহিলা এবং ৪৬% পুরুষ।

নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান (মাসভিত্তিক, জেন্ডারওয়ারি)

জেন্ডার	২০২৫	২০২৬				মোট
	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	
পুরুষ	৫০৬	১	৫৪	০	২	৫৬৩ (৪৬%)
মহিলা	৪১	০	২২	০	৫৯৮	৬৬১ (৫৪%)
মোট	৫৪৭	১	৭৬	০	৬০০	১২২৪ (১০০%)

নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে সরাসরি নিয়োগের সুপারিশের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক লেখচিত্র

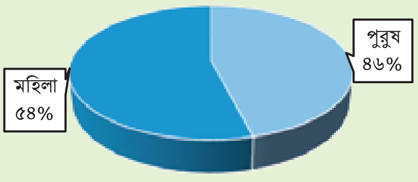

নন-ক্যাডার সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষদের (৪৬%) তুলনায় মহিলারা (৫৪%) বেশি সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

প্যানেল থেকে নিয়োগের সুপারিশ

- ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে প্যানেল থেকে ৬৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে যার ৯% মহিলা এবং ৯১% পুরুষ ।

নন-ক্যাডার পদে প্যানেল থেকে নিয়োগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান (মাসভিত্তিক, জেন্ডারওয়ারি)

জেন্ডার	২০২৫	২০২৬				মোট
	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	
পুরুষ	০	২৩	৩০	৫	১	৫৯ (৯১%)
মহিলা	০	২	৩	১	০	৬ (৯%)
মোট	০	২৫	৩৩	৬	১	৬৫ (১০০%)

নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে প্যানেল থেকে নিয়োগের সুপারিশের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক লেখচিত্র

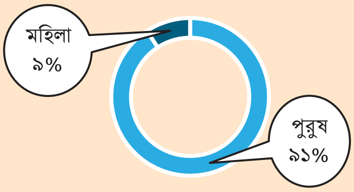

নন-ক্যাডার প্যানেল থেকে নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের (৯%) তুলনায় পুরুষরা (৯১%) বেশি সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন ।

পদোন্নতি

- ডিসেম্বর-২০২৫ থেকে এপ্রিল-২০২৬ পর্যন্ত নন-ক্যাডার এর বিভিন্ন পদে ৭২২ জনকে পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়েছে ।

নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির সুপারিশের পরিসংখ্যান (মাসভিত্তিক)

বিষয়	২০২৫	২০২৬				মোট
	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	
পদোন্নতি	৩০২	৬৭	৮৪	২৩৪	৩৫	৭২২

নিয়মিতকরণ

- ডিসেম্বর-২০২৫ থেকে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত নন-ক্যাডার এর বিভিন্ন পদে ৬৮০ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে ।

নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়মিতকরণের সুপারিশের পরিসংখ্যান (মাসভিত্তিক)

বিষয়	২০২৫	২০২৬				মোট
	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	
নিয়মিতকরণ	১৭৪	২৭	৮৮	৫৯	৩৩২	৬৮০

নিয়োগবিধি সংক্রান্ত মতামত প্রদান

- **ডিসেম্বর-২০২৫ থেকে এপ্রিল-২০২৬ পর্যন্ত নিয়োগবিধি সংক্রান্ত ৪ টি প্রস্তাবে মতামত প্রদান করা হয়েছে**

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	বিষয়	সুপারিশ প্রেরণের তারিখ
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরের "জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫" প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান ।	০২.১২.২৫
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	"নির্বাচন কমিশন কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩" সংশোধনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ।	১৪.১২.২৫
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এর আওতাধীন "রেলওয়ে হিসাব বিভাগের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৬" প্রণয়নে কমিশনের পরামর্শ প্রদান ।	১৫.০১.২৬
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	"জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৬" প্রণয়নের বিষয়ে পরামর্শ/মতামত প্রদান ।	০৫.০৩.২৬

বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত মতামত প্রদান

- ডিসেম্বর-২০২৫ থেকে এপ্রিল-২০২৬ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত ৫৭ টি প্রস্তাবে মতামত প্রদান করা হয়েছে ।

বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত প্রস্তাবে মতামত প্রদান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (মাসভিত্তিক)

বিষয়	২০২৫	২০২৬				মোট
	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	
বিভাগীয় মামলা	১৩	৬	১২	১৯	৭	৫৭

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭